বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho

বাদাবন সংঘ

রামপাল, বাগেরহাট

অনুমোদনকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯

Badabon Sangho

Chairman
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

Executive Director
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho

মুখবন্ধ

২০১৫ সালে বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের বাগেরহাট জেলাধীন রামপাল উপজেলায় বাদাবন সংঘ'র আত্মপ্রকাশ। সুবিধাবঞ্চিত নারী ও কিশোরীদের অধিকার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। যে কোনো সংস্থার সার্বিক বিকাশ ও স্থায়িত্বশীলতার জন্য সময়োপযোগী ও কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। নীতিমালা সংস্থার সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠ বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে এবং মান নির্ধারণ করে থাকে।

নীতিমালার সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া ও বিস্তৃত কর্মকাঠামো, যার মধ্য দিয়ে সংস্থা পরিচালিত হয়। সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মী, উপকারভোগী, স্টেকহোল্ডার ও নির্বাহি পরিষদের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে এই 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা' গৃহীত হয়। পরবর্তীতে নির্বাহি পরিষদ এই নীতিমালা অনুমোদন করে।

আমরা প্রত্যাশা করি, এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন শিশুর জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরী করবে। পাশাপাশি শিশুর সুরক্ষা বৃদ্ধি করবে। নীতিমালাটি বর্তমানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়ে ব্যবহার হচ্ছে। যা পরবর্তীতে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হবে। এক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজী ভাষার অর্থ নিয়ে কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে বাংলা ভাষায় রচিত নীতিটি চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(নির্বাহি পরিষদ স্বাক্ষরিত)

Chairman
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

Executive Director
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho

সূচনা:

এই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা শিশু নির্যাতন ও তার মার্যাদা হানীকর যেকোনো রূপ মোকাবেলা করার জন্য বাদাবন সংঘের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বর্ণনা করে। যে কোন শিশুর মঙ্গল সম্পর্কে উদ্বেগ দেখা দিলেই পরবর্তীতে কি করনীয় তার একটি বিস্তারিত প্রক্রিয়ার সংকলন হল এই নীতিমালা যা সংগঠনের সাথে জড়িত সকলের জন্যই সমানভাবে কার্যকরী। যা বাদাবন সংঘের যে কোন কর্মী বা কার্যপ্রণালী কিংবা কোন প্রকল্প অথবা কর্মক্ষেত্রে কার্যক্রমগুলি বিতরণে শিশু নির্যাতনের ঝুঁকিগুলি পরিচালনা ও হ্রাস করার জন্য একটি আদর্শ কাঠামো সরবরাহ করে। এই শিশু সুরক্ষা নীতি শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাদাবন সংঘের 'শূন্য সহনশীলতা' নীতির ও সমর্থন প্রকাশ করে। বাদাবন সংঘের শিশু সুরক্ষা নীতি এই মৌলিক বিশ্বাসকে নিশ্চিত করে যে শিশুদের সুরক্ষা নীতির অধিকার রয়েছে, রয়েছে অপব্যবহার ও শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে বেড়ে ওঠার।

বাদাবন সংঘের পরিচয়:
বাদাবন সংঘ নারী ও কিশোরীদের অধিকার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কর্মরত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বাদাবন সংঘ নারী, কিশোরী ও শিশুদের জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরী ও জীবন মান উন্নয়নকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত করেছে। শিশু ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সমান অধিকার নিশ্চিত করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করাকেই বাদাবন সংঘ অগ্রাধিকার দেয়।
বাদাবন সংঘ একটি শিশু বান্ধব বিশ্বের সমর্থন করে। শিশুর অধিকার ও তার সুরক্ষাকে সামনে রেখে বাদাবন সংঘ প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে থাকে। নির্দিষ্ট উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডারদের শিশুর প্রতি সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন করে তোলে।

দর্শন:
মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা, যার মধ্যে বিশেষ করে নারী ও মেয়ে শিশুদের মতামত প্রদান ও কার্যকর অংশগ্রহণ রয়েছে।

লক্ষ্য:
ক্ষতিগ্রস্থ, দুর্বল এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতার উন্নয়নে তাদের জীবিকা উন্নত করা এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করা।

ন্যায্যতা:
এটা খুবই স্পষ্ট যে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো বাংলাদেশ তার অধিকাংশ জনগণকে মৌলিক অধিকার সরবরাহ করতে পারে না। বিশেষত শিশুদের বিভিন্ন ধরণের অপব্যবহারের মুখোমুখি হতে হয় কারণ তাদের বাবা-মা তাদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান, শিক্ষা, খাদ্য এবং কাপড় এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। এই শিশুদের বিশেষত দরিদ্র শ্রেণীর শিশুরা মানসিক হয়রানি থেকে ধর্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের অপব্যবহার এবং শোষণেরর সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরাও বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক হয়রানির শিকার হয়। আরও ভয়ংকর ব্যাপার এই যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও যেমন স্কুল, সামাজিক সংগঠন, এমনকি এনজিওর মতো স্থানেও শিশুরা তাদের শিক্ষক বা তত্বাবধায়কারী দ্বারাই নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি আমাদের এই ধরনের শিশুর প্রতি নির্যাতন বন্ধে সহায়তা করবে। মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে বাদাবন সংঘ বাংলাদেশের শিশু নির্যাতনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং শিশুদেরকে নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ এবং পদ্ধতিতে অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য একটি সুরক্ষা নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতিমালা জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশন অনুসারে শিশুদের অধিকার বজায় রাখার পাশাপাশি শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ও বাদাবন সংঘের অবস্থান:
বাদাবন সংঘ সব ধরনের শিশু নির্যাতন ও শোষণের বিরোধিতা করে এবং এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, প্রণয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে বাদাবন সংঘ বিশ্বাস করে যে তার সকল স্তরের কর্মী, উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডার বা যাদের উপর তার কর্তৃত্ব বা প্রভাব রয়েছে তাদের সকলকে অবশ্যই শিশু সুরক্ষা নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ দেখাতে হবে। শিশু সুরক্ষা একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত নৈতিক দায়িত্ব। বাদাবন সংঘ সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই শিশু অধিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অনুশীলন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। বাদাবন সংঘ এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী এবং সকলে যাতে এই শিশু সুরক্ষা কোড মেনে চলে তা নিশ্চিত করবে। এই নীতিতে নির্দিষ্টভাবে পরিচালিত দায়িত্বগুলির মধ্যে শিশু সুরক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি, কঠোর নিয়োগ এবং নির্বাচন পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ এবং অভিযোগের যথাযথ সাড়া নিশ্চিত করা আবশ্যক।

শিশু সুরক্ষা নীতিমালার বক্তব্য:

Chairman
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

Executive Director
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

এটি বাদাবন সংঘের শিশু সুরক্ষা নীতি' যা সব কর্মীদের জন্য অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। শিশু সুরক্ষা নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বাদাবন সংঘ শিশুদের অপব্যবহার, অবহেলা ও শোষণ থেকে রক্ষা করে এমন প্রোগ্রামগুলি ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে যা শিশুদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করবে। বাদাবন সংঘ যে কোনো আকারে শিশু নির্যাতন সমর্থন/সহ্য করে না। সব শিশুদের সুরক্ষার সমান অধিকার আছে। বাদাবন সংঘ-

- ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সাথে পরিচিত হয়ে সেগুলির সাথে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা কর্মীদের শিখতে উদ্বুদ্ধ করবে
- এমন পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখা যেখানে শিশুরা অগ্রহণযোগ্য আচরণ/ সন্দেহজনক অপব্যবহার উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের অধিকার ও উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করতে পারে।
- প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুযায়ী সন্দেহজনক অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১. শিশু সুরক্ষা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১. উদ্দেশ্য

ক) একটি শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যেখানে বাদাবন সংঘের সাথে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত শিশুরা যে কোন ধরনের অপব্যবহার ও শোষণ থেকে সুরক্ষিত।

খ) বাদাবন সংঘের সাথে জড়িত সকল স্তরের কর্মী, সেবা প্রদানকারী, স্বেচ্ছাসেবক, পরামর্শদাতা, দর্শক এবং অন্যান্য ব্যক্তি /সংগঠন সমূহকে শিশু সুরক্ষা বিষয়গুলিতে সমানভাবে সচেতন করে তোলা।

গ) সকল নীতিমালা, কৌশল ও প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার ওপর শিশু সুরক্ষা নীতির প্রতিফলন ঘটানো এবং পাশাপাশি শিশুদের সচেতন করে তোলা এবং তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের অপব্যবহারকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা তৈরী করা

২.৩ যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

সকল শিশুকেই যে কোন প্রকারের অনিস্ট থেকে রক্ষা করা বাদাবন সংঘের কাজে অংশগ্রহণকারী সকলের দায়িত্ব। এই নীতিমালা যে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:

১) বাদাবন সংঘের সকল কর্মী
২) সাধারণ সদস্যরা
৩) নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ
৪) স্বেচ্ছাসেবক
৫) চুক্তি বা খন্ডকালীন উপদেষ্টা/পরামর্শদাতা
৬) গবেষক, মূল্যায়নকারী, নিরীক্ষক
৭) ঠিকাদার বা অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহকারী
৮) বাদাবন সংঘের সাথে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত কেউ
৯) পরিদর্শক, দাতা, সাংবাদিক
১০) শিক্ষানবিশ

৩.১. শিশু নির্যাতনের সংজ্ঞা ও সূচক এবং এর প্রভাব

এই শিশু সুরক্ষা নীতি শিশু, শিশু নির্যাতন এবং শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন শ্রেণীকে নিম্নোক্ত আকারে সংজ্ঞায়িত করে।

১) শিশুর সংজ্ঞা: শিশুর অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনের মতে, ১৮ বছরের কম বয়স প্রতিটি মানুষই শিশু বলে গন্য।

২) শিশু নির্যাতনের সংজ্ঞা: সম্পর্ক বা দায়-দায়িত্ব, বিশ্বাস বা ক্ষমতার সূত্রে যে কোন শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার, যৌন নির্যাতন, অবহেলা বা অমনোযোগী আচরণ বা বাণিজ্যিক বা অন্যান্য যে কোন শোষণ মূলক আচরণ, যার ফলে শিশুর স্বাস্থ্য, বেঁচে থাকা, উন্নয়ন বা মর্যাদার প্রকৃত বা সম্ভাব্য ক্ষতি হয়।

৩) শারীরিক নির্যাতন: একটি শিশুর পিতামাতার বা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবকের শারীরিক নির্যাতনের ফলে কোনও প্রকৃত বা সম্ভাব্য শারীরিক ক্ষতি হতে পারে।

Chairman
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

Executive Director
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

৪) মানসিক নির্যাতন/অমর্যাদাকর আচরণ : মানসিক নির্যাতন এর মধ্যে একটি প্রাথমিক বিষয় হলো যেখানে শিশুটি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয় তার উপযুক্ত, সহায়ক পরিবেশ সরবরাহের ব্যর্থতার জন্য। এই নির্যাতনের মধ্যে হুমকি, ভয় দেখানো, বৈষম্যমূলক আচরণ, উপহাস বা অন্যান্য শারীরিক রূপকে প্রতিকূল বা প্রত্যাখ্যান করার বিষয় ।

৫) অবহেলা : অবহেলা একটি শিশুর জীবনের বিকাশের সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানসিক বিকাশ, পুষ্টি, আশ্রয়স্থল এবং নিরাপদ বসাবস স্থান যোগানের ব্যর্থতা। এতে যথাযথ তত্ত্বাবধানে ব্যর্থতা এবং শিশুদের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ব্যর্থতা অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।

৬) শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন: কোনও বেআইনী যৌন কার্যকলাপে জড়িত থাকার জন্য বাচ্চাদের প্রলোভন বা জোর দেওয়া। জোর করে শিশু পতিতাবৃত্তি বা অন্য বেআইনী যৌন অভ্যাসে ব্যবহার করা। জোরপূর্বক পর্নোগ্রাফিক পারফরমেন্স এবং উপকরণ হিসেবে শিশুদের ব্যবহার করা।

৩.২. দিকনির্দেশক নীতি:

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ও বাদাবন সংঘের অবস্থান

এই নীতিমালাটি শিশুর অধিকারের বিষয়ে জাতিসংঘের কনভেনশন থেকে প্রাপ্ত নীতিকে বিবেচনায় নিয়ে গৃহীত হয়েছে। যে নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে এই সুরক্ষা নীতিমালা গড়ে তোলা হয়েছে তা হলো -

১) বৈষম্য: সকল শিশু তার জাতি, ধর্ম, জাতিগত বা সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে অপব্যবহার ও শোষণের সুরক্ষা থেকে সমান অধিকারের অধিকারী।
২) সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার: আমাদের সমস্ত কার্যক্রমে শিশুর সুরক্ষা অগ্রাধিকার পাবে।
৩) অংশগ্রহণ: বাদাবন সংঘ'র এই প্রোগ্রামে শিশুদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকবে, এমনকি তাদের মতামত নিয়ে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা করতে হবে।
৪) মর্যাদার অধিকার: বাদাবন সংঘ তার কর্ম এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিশুর সুরক্ষা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখবে।

ধারা ২: অবৈষম্য	ধারা ২৮: শিক্ষার অধিকার
ধারা ৩: শিশুর সর্বোচ্চ ভালো বিষয়	ধারা ৩৪: যৌন নিগ্রহ থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার
আরা ৬: জীবন, বেঁচে থাকা এবং শিশুর বিকাশের অধিকার	ধারা ৩৫: সকল ধরনের পাচার এবং ছিনতাই হতে সুরক্ষা পাবার অধিকার
ধারা ১২: নিজের মনোভাব প্রকাশ করার অধিকার	আরা ৩৬: যে সকল কাজ শিশুর বিকাশের জন্য বাঁধা হয় সে সকল কাজ হতে সুরক্ষা পাবার অধিকার।
ধারা ২৩: প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি বিশেষ যত্ন এবং সহযোগীতা পাবার অধিকার	ধারা ৩৭: নিষ্ঠুর বাক্য, জেল এবং শাস্তি থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার।

৪. আচরণ বিধি:

বাদাবন সংঘের সমস্ত কার্যক্রম, কৌশল ও পরিকল্পনায় শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাদাবন সংঘের সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য জন্য নিম্নোক্ত আচরণবিধি বাধ্যতামূলক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

৪.১। বাদাবন সংঘের কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল কর্মী ও ব্যক্তিকে অবশ্যই:

১) শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা থাকতে হবে।
২) শিশুদেরকে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
৩) শিশু নির্যাতনের ধরন, সংগ্য ও বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে সকল শিশু এবং তার বাবা-মা/অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে।
৪) কর্মীদের শিশু প্রতি আচরণের জন্য সক্ষম করে তুলতে হবে।

Chairman
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

Executive Director
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

৫) অন্য শিশুর অযৌক্তিক আচরণের জন্য কর্মীদের প্রতিবাদ করতে শেখাতে হবে।
৬) যদি কোন শিশুর আচরণ অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তাকে তার আচরণের ধরন পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে
৭) সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে করে শিশুরা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।
৮) জ) শিশুদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে হবে এবং তাদের মতামতকে সম্মান করতে হবে।
৯) বাদাবন সংঘের কার্যালয়ে শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং শিশুদের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঝুঁকি মুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে।
১০) উপকারভোগীগণ শিশু নিয়ে কোনো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
১১) কোনো কর্মী কোনো একজন শিশুর সাথে আলাদাভাবে সম্পর্ক তৈরী বা আলোচনা করতে পারবে না। যদি কোনো কারণে করে তবে শিশুর অভিভাবককে নিয়ে করতে হবে।
১২) সর্বদা একটি উন্মুক্ত পরিবেশে কাজ করতে হবে (উদাঃ ব্যক্তিগত বা অবহিত পরিস্থিতিতে এড়িয়ে চলুন এবং কোন গোপনীয়তা ছাড়াই খোলামেলা যোগাযোগকে উৎসাহিত করা হবে)
১৩) কোন উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ ব্যবস্থাগুলির জন্য পিতামাতার লিখিত সম্মতি নিতে হবে, যেমন রাতে থাকার জন্য। নিশ্চিত হতে হবে যেখানে যদি মিশ্র দল থাকে তবে তাদের সবসময় একজন পুরুষ এবং মহিলা সদস্যের সাথে থাকা উচিত।
১৪) শিশুদের বা অল্পবয়সী ব্যক্তিদের সাথে সংবেদনশীল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সময় বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।
১৫) গবেষণা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সন্তানের ফটোগ্রাফ বা তথ্য ব্যবহারের জন্য পিতামাতার সম্মতি নিতে হবে।

৪.২. বাদাবন সংঘের কোনো কর্মী/ভেন্ডার/উপদেষ্টা/স্টেকহোল্ডার/নির্বাহি পরিষদের সদস্য কখনোই যা করবে না:

১) কোন শিশুর প্রতি তার পিতামাতার পেশা, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, জাতিগত পরিচয়ের ইত্যাদি ভিত্তিতে কোন বৈষম্যমূলক আচরন করবে না।
২) শিশুদের অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করবে না অথবা তাকে এমন আচরণ থেকে বিরত রাখতে হুমকি-ধামকি দেবে না।
৩) বিনা প্রয়োজনে কোন শিশুর সাথে আলাদাভাবে অত্যাধিক সময় ব্যয় করবে না।
৪) কোন শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুপযুক্ত শারীরিক বা মৌখিক যোগাযোগ করবে না।
৫) কোন শিশুকে উপহাস করে ব্যাঙ্গাত্মক নামে সম্বোধন করবে না।
৬) কোন শিশুকে ব্যক্তিগত কাজ করার জন্য বাধ্য করবে না।
৭) কোন শিশুর উপস্থিতিতে গালিগালাজপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করবে না।
৮) কোন শিশুর প্রতি মজা করে হলেও যৌনাত্মক মন্তব্য করবে না।
৯) কোন শিশুর উপস্থিতিতে নগ্ন ফটোগ্রাফ, অশ্লীল ভিডিও বা এরুপ অন্যান্য উপকরণ দেখা থেকে বিরত থাকবে।
১০) কোন শিশুকে কখনই কোন বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসতে দেবে না।
১১) কোন শিশুর মনোযোগ এড়াতে মিথ্যার আশ্রয় নেবে না।
১২) কোন শিশুর প্রতিই কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করবে না বা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হবে এমন কোন কাজ করবে না।
১৩) এমন কোন কাজ যা শিশুদের সাথে যৌন সম্পর্ককে উত্তেজিত করে।
১৪) কারো প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না
১৫) প্রাপ্তবয়স্করা বাচ্চাদের ঘরে ঢুকতে বা তাদের কক্ষগুলিতে শিশুদের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
১৬) কোনরূপ শারীরিক বা যৌন উত্তেজক খেলাধুলায় শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করবে না।
১৭) শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতায় অংগ্রহনে বাধ্য করবে না।
১৮) প্রতিটি শিশুর সকল অভিযোগকেই গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য দিয়ে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবে।
১৯) শিশুদের উপস্থিতিতে ধূমপান বা মদ্যপান করবে না।
২০) বাদাবন সংঘের কোন কার্যক্রমেই শিশু শ্রম ব্যাবহার করবে না।

৫ শিশু সুরক্ষা নীতিমালার তাৎপর্য

৫.১ কৌশল:

বাদাবন সংঘ তার মূলনীতির দ্বারাই শিশুদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং একইভাবে তার কার্যক্রমের নিজস্ব পদ্ধতিতে শিশুদের সুরক্ষা বাধ্যতামূলক। বাদাবন সংঘ তার শিশু সুরক্ষা নীতির জন্য নিম্নরূপ কৌশল দ্বার পরিচালিত:

Chairman
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

Executive Director
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

১। এই নথি যেহেতু শিশু নির্যাতন থেকে শিশুদের রক্ষা করার বিষয়ে বাদাবন সংঘের সাংগঠনিক নীতি বর্ণনা করে, তাই সংগঠনের সকল পর্যায়ে এই নীতিটির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক।

২। বাদাবন সংঘকে অবশ্যই একটি শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং এর জন্য তার পরিকল্পনা, নীতি ও পদ্ধতি, কার্যক্রম, আচরণবিধি, নিয়োগ এবং এমনকি অবকাঠামো শিশুদের জন্য উপযুক্ত হতে হবে।

৫.৩. কার্যক্রম:
বাদাবন সংঘের শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

৫.৩.১ সচেতনতা বৃদ্ধি:
ক) সমস্ত কর্মীকে শিশু অধিকার, শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি এবং শিশুদের ঝুঁকি লাঘবের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পোস্টার, লিফলেট, ডিসপ্লে বোর্ড ইত্যাদির পাশাপাশি অভিযোজন, কর্মশালার, প্রশিক্ষণ এবং প্রচার উপকরণ সরবরাহ করা হবে।
খ) নতুন নিয়োগকৃত কর্মীদের জন্য শিশু সুরক্ষা নীতিমালার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ-এর ব্যাবস্থা করতে হবে এবং যে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কোচিং এর ব্যাবস্থা নিতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক, ঠিকাদার, পরামর্শদাতাদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা পড়ে শোনাতে হবে।

৫.৩.২ প্রতিরোধ:
ক) সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত এবং পেশাদার আচরণবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে কর্মীদেরকে শিশুদের সুরক্ষা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট করে তুলতে হবে।
খ) যে কোনও নিয়োগ এবং বহিরাগত পরিষেবা সরবরাহকারী/পরামর্শদাতাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা নীতি'র প্রতি যত্নবান এই মর্মে স্বাক্ষর নিতে হবে।
গ) শিশুদের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিঘ্ন ঘটতে এ ধরণের কোন ছবি বা অন্যান্য উপকরন সহজলভ্য করে তোলা যাবে না।

৫.৩.৩ নিয়োগ এবং বাছাই প্রক্রিয়া:
ক) শিশুদের সাথে কাজ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের সাথে কাজের পরিমানের একটি পরিষ্কার সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে যাতে সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়।
গ) নিরাপদ নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নির্বাচন কৌশল ব্যবহার করতে হবে। যেমন সাক্ষাত্কার, রেফারেন্স চেক ইত্যাদি।
ঘ) পরামর্শদাতা, স্বেচ্ছাসেবক, সেবা প্রদানকারী নিয়োগের জন্য, তাদের অতীত রেকর্ড এবং অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হবে।

৫.৩.৪ প্রতিক্রিয়া:
অধ্যায়-৩ এ বর্ণিত অপব্যবহারের সংজ্ঞার অনুরূপ ঘটনা ঘটলে এবং অধ্যায়-৪ এ বর্ণিত আচরণ বিধি ভঙ্গের ঘটনা ঘটলে শিশু সুরক্ষা নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে এবং সুরক্ষা এবং মানবসম্পদ নীতিমালা অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৫.৩.৫ পর্যবেক্ষণ:
শিশু সুরক্ষা নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বাদাবন সংঘ নিয়মিত নজরদারি করবে। নির্বাহি কমিটি একজন সদস্য কেন্দ্রীয় ফোকাল ব্যক্তি, সিনিয়র বাদাবন সংঘ কর্মী এবং প্রতিনিধিরা শিশু সুরক্ষা নীতির বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ করবে। বাদাবন সংঘ'র কোনও পরিকল্পনা, কার্যক্রম বা নীতি এবং অনুষ্ঠান ভিত্তিক মনিটরিং পর্যবেক্ষন করে কোনো দ্বন্দ্ব আছে কিনা তা আলোচনা করবে।

৫.৩.৬ প্রতিবেদন:
বাদাবন সংঘের শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়নের জন্য ট্র্যাকিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হবে রিপোর্টিং। মনিটরিং দল নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে রিপোর্ট করবে। এবং নির্বাহী বোর্ডের মাসিক বৈঠক সমন্বয়সভায় এজেন্ডা হিসাবে আলোচিত হবে পর্যবেক্ষণ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কোন পরিবর্তন করা হলে এটি কার্যকর হতে হবে। পর্যবেক্ষণ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কোন পরিবর্তন করা হলে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যকর হতে হবে।

৫.৩.৭ গোপনীয়তা:

Chairman
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

Executive Director
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

শিশু নির্যাতনের সমস্ত ডকুমেন্ট এবং তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। যথাযথ ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কথিত ঘটনা সম্পর্কিত কোনও তথ্য ফাঁস করবে না। ভবিষ্যতে ক্ষতি থেকে অন্য শিশুদের রক্ষা করার জন্য উদাহরণ হিসাবে সীমিত আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই গোপনীয়তা কোনভাবে লঙ্ঘন করা হলে বাদাবন সংঘ'র মানব সম্পদ নীতিমালা অনুসারে সর্বোচ্চ শাস্তি গ্রহণ করা হবে।

৫.৩.৮ নীতি পর্যালোচনা

এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহি কমিটির সদস্য সময়মত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নীতি পর্যালোচনা করবে। এটি অন্তত দুই বছরে একবার বা জরুরী ভিত্তিতে হতে পারে। পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন নীতিতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত বলে নির্বাহি পরিচালককে অবহিত করবেন।

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
বাদাবন সংঘ
গ্রাম: কাঠামারি, পো: ভেকটমারি,
উপজেলা: রামপাল, জেলা: বাগেরহাট
ইমেইল: badabonsangho.bd@gmail.com
ফোন: +৮৮ ০১৭৩২ ৩৯৬৫৮৫

Chairman
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat

Executive Director
Badabon Sangho
Rampal Bagerhat